ভোরের কাগজ

তারিখ 13 JUN 19[illegible]
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

শিক্ষানীতি

বিশেষ কমিটির কাজের গতি মন্থর, রিপোর্ট তৈরিতে আরো কমাস লাগবে

ইব্রাহিম আজাদ : শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সুপারিশ মূল্যায়ন, বাস্তবায়ন ও অর্থায়নের জন্য গঠিত ৯ সদস্যের বিশেষ কমিটির প্রতিবেদন গত এপ্রিল মাসের মধ্যেই পেশ করার কথা থাকলেও এখনো তা তৈরি হয়নি। কমিটির মেয়াদ ইতিমধ্যেই বাড়ানো হয়েছে এবং প্রতিবেদন তৈরি আরো কয়েকমাস সময় লাগবে। ফলে সংসদের আগামী দুটি অধিবেশনেও এটি বিল আকারে উঠবে কিনা তা নিশ্চিত নয়। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

সূত্র জানায়, গত বছরের ৭ সেপ্টেম্বর অধ্যাপক শামসুল হকের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সুপারিশ মন্ত্রণালয়ে দাখিল করার পর এ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা হয়। ফলে সরকার এই সুপারিশমালার ত্রুটি বিচ্যুতি দূর করে বাস্তব শিক্ষানীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে এর মূল্যায়ন বাস্তবায়ন ও অর্থায়নের জন্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে ৯ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয় গত ফেব্রুয়ারিতে। এতে ৩ জন জাতীয় সংসদ সদস্যকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

এদের মধ্যে ৩ জন হলেন সরকারদলীয় সদস্য নুরুল ইসলাম নাহিদ ও অধ্যাপিকা মাহমুদা সওগাত এবং জাতীয় পার্টির সদস্য ড. টি আই এম ফজলে রাব্বী। এই কমিটির অপর ৫ সদস্য হলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব ড. ওসমান আলী, ড. খলীকুজ্জামান আহমদ, ড. আনোয়ারুল আজিম, ড. আজিজ ও চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সভাপতি।

সূত্র আরো জানায়, গত এপ্রিল মাসের

বিশেষ কমিটির কাজের গতি মন্থর

● প্রথম পাতার পর

মধ্যে এই বিশেষ কমিটির রিপোর্ট দেওয়ার কথা থাকলেও পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনে বিলম্ব ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়ার জন্য তা সম্ভব হয়নি। ফলে ইতিমধ্যে কমিটির মেয়াদও বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়নি। ধারণা করা হচ্ছে, এই বিশেষ কমিটির প্রতিবেদন তৈরি করতে আরো বেশ কয়েকমাস লেগে যেতে পারে। বাজেট অধিবেশনের পরবর্তী অধিবেশনেও এটি বিল আকারে উপস্থাপন করা যাবে কিনা তা নিশ্চিত নয়। সংসদে এ সংক্রান্ত বিল পাস হওয়ার পরই তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

এ বিষয়ে কমিটির নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন সদস্য জানান, ইতিমধ্যে কমিটির কয়েকটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে কাজের অগ্রগতি মন্থর। তাছাড়া এটির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ঠিক করার বিষয় খুবই জটিল ব্যাপার। এজন্য পর্যাপ্ত সময়েরও প্রয়োজন।

এ বিষয়ে কমিটির সদস্য সাংসদ ড. টি আই এম ফজলে রাব্বীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, মাস দুয়েক আগে এই কমিটির দুটো সভা হয়েছিল। এরপর আর কোনো অগ্রগতির খবর আমার জানা নেই